25 APR 2017

কালের কণ্ঠ

প্রশ্নপত্রের ভুলে বড় বিপদে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা

শরীফুল আলম সুমন ▷

প্রশ্নপত্রের ভুলে বড় বিপদে পড়েছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার ছিল পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের পরীক্ষা। রচনামূলক অংশের জন্য সময় বরাদ্দ থাকার কথা দুই ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। কিন্তু কিছু প্রশ্নপত্রে ভুল করে সময় ছাপা হয় দুই ঘণ্টা ২০ মিনিট। ফলে অনেক কেন্দ্রেই নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে খাতা নিয়ে নেওয়া হয়। এতে অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রেই কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ভুলের দায় স্বীকার করলেও কেন্দ্রগুলোকে দুই ঘণ্টা ৩৫ মিনিট শেষেই খাতা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল বলে জানায়। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর গাফিলতির কারণে ১৫ মিনিট আগে খাতা নিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে তারাও জানতে পেরেছে।

জানা যায়, রাজধানীর হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজের কেন্দ্র ছিল তেজগাঁও কলেজে। এই কেন্দ্রের কিছু শিক্ষার্থীর প্রশ্নে দুই ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় উল্লেখ

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

প্রশ্নপত্রের ভুলে —

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছিল। ফলে ওই কেন্দ্রে ১৩টি কক্ষে পরীক্ষা হলেও তিনটি কক্ষের খাতা ১৫ মিনিট আগেই নিয়ে নেওয়া হয়। এতে ১০০ শিক্ষার্থীর প্রত্যেকেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু কিছুতেই শিক্ষকদের মন গলেনি। এমনকি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেননি।

মান্নান কবির নামের এক অভিভাবক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার মেয়ে হলিক্রস থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম পত্রের পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন তাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে। এখন তার জিপিএ ৫ পাওয়াই কষ্টকর হয়ে পড়বে। এই ১৫ মিনিটের জন্য আমার মেয়ের মতো শত শত শিক্ষার্থীর ফল খারাপ হবে। এই ভুলের দায় কে নেবে?'

শিক্ষার্থীদের দাবি, সব প্রশ্নে ভুল থাকলে সব শিক্ষার্থী কম সময় পেত। ভুল সময় লেখা প্রশ্ন যারা পেয়েছে এখন শুধু তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর শেষ সময়ে তড়িঘড়ি করে অনেক কিছুই লিখতে হয়। তাই শেষ ১৫ মিনিট একজন পরীক্ষার্থীর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময় কম পাওয়ায় অনেকেই এক থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর কম লিখতে পেরেছে।

বিষয়টি বিবেচনা করে যাদের খাতা আগে নেওয়া হয়েছে তাদের খাতা আলাদাভাবে মূল্যায়নের দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। গড় নম্বর বিবেচনা করে ১৫ মিনিট সময় ধরে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ারও দাবি তাদের।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চ মাধ্যমিক) অদ্বৈত কুমার রায় ভুল স্বীকার করে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কিছু প্রশ্নে সময় ভুল ছিল। এটা প্রিন্টিং মিসটেক হতে পারে। আমরা বিষয়টি জানার পর সব পরীক্ষা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দুই ঘণ্টা ৩৫ মিনিট শেষেই খাতা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তেজগাঁও কলেজ কেন এমনটি করল তা আমাদের জানা নেই। তবে আপনারা যেহেতু বিষয়টি জানালেন আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কাল (আজ মঙ্গলবার) চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'